**বাণভট্ট ঃ**—সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের রাজাধিরাজ মহাকবি বাণভট্ট। বাৎস্যগোত্রীয় চিত্রভানু ও রাজদেবীর পুত্র বাণভট্ট 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' এই দুই গদ্যকাব্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যের

অর্থ রচনা করেছেন। হর্ষচরিত আখ্যায়িকা প্রকারের গদ্যকাব্য ও কাদম্বরী কথা প্রকারের। কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট খ্রীঃ সপ্তম শতকের কবি।

অতিবাল্যকালে মাতৃবিয়োগের পর কৈশোরে কবি পিতাকেও হারান। মাতৃপিতৃহীন অন্য পাঁচজন বালকের মতো বাণভট্টের জীবনে নেমে আসে উৎশৃঙ্খলতার এক উন্মত্ত আচরণ। এই অবস্থায় কবি গৃহত্যাগ করে দেশ পর্যটনে বেরিয়ে যান। দেশ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে কবি বাণভট্ট বিবিধ বিদ্বৎ সঙ্গে বিচিত্র জ্ঞানের অধিকারী হন। স্থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশীয় মহারাজ প্রভাকরবর্ধন ও রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন সিংহাসন প্রাপ্ত হলে বাণভট্ট উপযুক্ত মর্যাদায় সভাকবির আসনে বৃত হন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল খ্রীঃ ৬৪৭ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে বাণভট্টের কালনির্ণয়ে কোনরকম অস্পষ্টতার অবকাশ নেই।

**হর্ষচরিত ঃ**— আখ্যায়িকা প্রকারের গদ্যকাব্য হর্ষচরিত। ইতিহাসাশ্রিত কাব্য আখ্যায়িকা পদবাচ্য হয়। গ্রন্থের প্রথম দিকের দুটি উচ্ছ্বাসে কবি তাঁর আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তার পরেই স্থানীশ্বর, পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকর বর্ধন, রাজ্যবর্ধন , হর্ষবর্ধন, মৌখরীরাজ গ্রহবর্মার সাথে রাজকন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ, প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যু , গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের হাতে গ্রহবর্মার হত্যা, গৌড়রাজ শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু, হর্ষবর্ধনের রাজ্যাভিষেক, ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে হর্ষের যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনার আলোকে হর্ষচরিত রচিত হয়।

**কাদম্বরী ঃ**—কথাপ্রকারের কাব্য কাদম্বরী বাণের প্রতিভাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে — *'কাদম্বরীরসজ্ঞনামাহারোঽপি ন রোচতে'*। পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত কাদম্বরী বাণভট্ট সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। পরবর্তী ভাগ বাণপুত্র পুলিন্দ বা ভূষণভট্টের হাতে সম্পন্ন হয়—

*"যাতে দিবং পিতরি তদ্বচসৈব সার্ধং বিচ্ছেদমপি ভুবি যস্তু কথাপ্রবন্ধঃ।*
*দুঃখং সতাং তদাসমাপ্তিকৃতং বিলোক্য প্রারব্ধ এষাময়া ন কবিত্বদর্পাৎ"।।*

উজ্জয়িনী রাজ তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড় ও গন্ধর্বরাজকন্যা কাদম্বরীর প্রণয়কাহিনী এই গ্রন্থের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। মূলকাহিনীর সাথে সমান্তরালভাবে চন্দ্রাপীড়ের বন্ধু পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার কাহিনী ও গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

বাণভট্ট গদ্যসাহিত্যকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমকালীন সমাজে ও পরবর্তীকালে বাণভট্ট যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন তা পরবর্তী কবিদের উল্লেখ থেকেই

প্রমাণিত হয়—

*'বাণীপাণিপরামৃষ্টবীণানিক্কানহারিণীম্।*
*ভাবয়ন্তি কথং বাণ্যে ভট্টবাণস্য ভারতীম্।।"*

বাণভট্ট পদ্য রচনায় গৌড়রীতির পৃষ্ঠপোষক। দীর্ঘসমাস ও সন্ধিবদ্ধতা এই রীতির অন্যতম লক্ষণ। ফলে স্বাভাবিকভাবে বাণভট্টের রচনা অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ হয়ে উঠেছে। কখনও কখনও কর্তার পর ক্রিয়াপদের মাঝে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অতিবাহিত হয়েছে। বাণের কল্পনাশক্তিও অনেক ক্ষেত্রে মুক্তপক্ষবিহঙ্গের ন্যায় অবাধে উড়ে বেড়িয়েছে। ভারতীয় সমালোচকগণ কবির কাব্যমাধুর্য্যে এতই উৎফুল্ল যে তারা মনে করেন— *'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎসর্বম্'*। সুরসিক কবি জয়দেব বলেন— *'হৃদয়বসতি পঞ্চবাণস্তু বাণঃ'*।

অনুরূপভাবে বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সমালোচকের দ্বারা বাণ কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছেন— "His prose has been compared to an Indian jungle, where progress is rendered impossible by luxurient underagrowths until the traveller cuts out a path for himself, and where wild beasts lie in wait for him in the shape of recondite words....."

তথাপি বাণভট্ট নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। কবি সোড্ঢল তাঁর উদয়সুন্দরীর কথায় যা বলেছেন বিরুদ্ধ সমালোচনার জবাবে তাই যথেষ্ট—

*"বাগীশ্বরং হন্ত ভজেঽভিনন্দমর্থেশ্বরং বাক্ পতিরাজমীড়ে।*
*রসেশ্বরং স্তৌমি চ কালিদাসং বাণং তু সর্বেশ্বরমানতোঽস্মি।।"*